জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির পঞ্চদশ/১৫তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২২-১০-৮৬ ইং ও ২৮-১০-৮৬ তারিখ বিকেল ৪-০০টায় ডঃ এম, মতলুবুর রহমান, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৫তম সভা ও মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্য, আমন্ত্রিত সদস্য, পর্যবেক্ষক ও সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানীদের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক' তে দেখানো হলো। পূর্ব নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয় -১ ঃ ১৬-১১-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরন।

সভাপতির অনুমোদনক্রমে সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বিগত ১৬-১১-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৪তম সভায় কার্যবিবরণী সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এর বিষয়ে কোন আপত্তি আসেনি। অতএব কার্যবিবরণীটি নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ সর্বসম্মতিক্রমে ১৬-১১-৮৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ হয়।

আলোচ্য বিষয় - ২ ঃ ১৬-১১-৮৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৪তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

সভায় ১৬-১১-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৪তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে আলোচ্য বিষয় পড়ে শুনানো হয় ও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় এবং ১৪তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মূল্যায়ন দলের কার্যক্রম যেন দায়সাড়া গোছের না হয় সে জন্য মূল্যায়ন দলের সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সদস্যের উপস্থিতিতে দলনেতার নেতৃত্বে মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করতে হবে। শুধুমাত্র প্রজননবিদদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিবেচিত হবে না।

ক) সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক মূল্যায়ন দলের দলনেতাকে মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য লেখা পত্রের অনুলিপি সদস্য-সচিব ও সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। কারিগরি কমিটি পূণর্গঠন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্য বিষয় - ৩ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বীনাশাইল জাতের ধানের অনুমোদন।

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বীনাশাইল জাতের ধানের অনুমোদন প্রসংগে সভায় জাতটির গুণাগুণ সম্পর্কে জানানোর জন্য সভাপতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে আহ্বান জানালে প্রজননবিদ ডঃ এ, জলিল মিয়া সভাকে জানান যে, স্থানীয় নাইজারশাইল জাতের ধানের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে বংশগতি ধারায় পরিবর্তন করে এ উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন করা হয়েছে। ডঃ এ,কে, জলিল মিয়া বীনশাইল জাতের সংগে নাইজারশাইল ও পাজাম জাতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে এ জাতটির বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে জনাব এ,কে,এম, আনোয়ারুল কিবরীয়া, পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জাতটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জাতটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আলোচনায় অন্যান্য যারা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন জনাব এম.এ. কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ডঃ নূরমোহাম্মদ মিয়া, প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, জনাব মধুসুদন সরকার, মূল্যায়ন দলের দলনেতা। সভাপতি মহোদয় মূল্যায়ন প্রতিবেদন পড়ে শোনান এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর আলোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বীনাশাইল ধান জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়, তবে জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য পেশ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক এ জাতের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আবেদন পত্রে সংযোজন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় - ৪ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এটম পাট-৩৮ এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এটম পাট-৩৮ জাতটি ডি-১৫৪ জাতের দেশী পাটের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। ১৯৭৯ সনে এ জাতটি চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সাময়িক অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহ অত্র সভায় পেশ করা হলে এ জাতটির গুণাগুণের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের পরিচালক, ডঃ এ কিউ শেখ সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ শ্রী চন্দ্র শেখর সাহা, জনাব আনোয়ারুল কিবরিয়া, সদস্য কারিগরি কমিটি, শ্রী মধুসুদন সরকার, মূল্যায়ন দলের দলনেতা, মোঃ ফারুক হোসেন, পরিচালক (কৃষি গবেষণা), বিজেআরআই এবং সভার সভাপতি আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সংগে যৌথ ট্রায়েলের মাধ্যমে জাতটির গুণাগুণ পুনরায় মূল্যায়ন প্রয়োজন। যৌথ ট্রায়েলের পর মূল্যায়ন প্রতিবেদন সন্তোষজনক হলে জাতটির অনুমোদনের সুপারিশ করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় ট্রায়েল শেষে মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহ পুনরায় কারিগরি কমিটির সভায় বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট জাত উদ্ভাবনকারী সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হবে।

আলোচ্য বিষয় - ৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন চিনাবাদাম জাত বামন বাদাম (ডি এম-১) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন চিনাবাদাম বামন বাদাম (ডি এম-১) এর অনুমোদন প্রসংগে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব এম এ খালেক ডঃ এম এইচ মন্ডল, মহা-পরিচালক, বিএআরআই, জনাব এম এ কুদ্দুস পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এবং সভার সভাপতি। এ জাতটির বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তবে জাতটির বাংলায় নামকরণ সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যদের আপত্তি লক্ষ্য করা যায়। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বামন বাদাম এর পরিবর্তে অন্য যে কোন একটি সুন্দর নাম নির্বাচন করতে হবে। জাতীয় বীজ বোর্ডের আগামী সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক নতুন নাম জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিবকে জানাতে হবে। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের জন্য জাতটির স্বপক্ষে সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় - ৬ ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ও-৯৮৯৭ তোষা জাতের পাটের অনুমোদন।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ও-৯৮৯৭ নামক তোষা জাতের পাটের অনুমোদন প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ মোশারফ হোসেনকে জাতটির গুণাগুণ সম্পর্ক উপস্থিত সকল সদস্য এবং আমন্ত্রিত সদস্যদের অবগত করানোর অনুরোধ জানালে ডঃ হোসেন বিস্তারিত তথ্য সহ জাতটি গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেন এবং উপস্থিত সকলেই জাতটির অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ সর্বসম্মতিক্রমে ও-৯৮৯৭ তোষা পাটের বাংলায় নামকরণ করা হয় ফালগুনী তোষা। ফাল্গুনী তোষা নামে এ জাতটিকে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের আগামী সভায় পেশ করার সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গম জাত বি এ ডব্লু-৩৮ (BAW-38) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গম জাত বিএডব্লু-৩৮ এর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য সভাপতি কর্তৃক আমন্ত্রণ জানালে উপস্থিত সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদের পক্ষে শ্রী নরেন্দ্র কুমার সাহা, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতি কর্তৃক এ বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সদস্যগণ অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন এবং এ জাতটির জন্য অঘ্রাণী নাম নির্বাচনের সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিএডব্লু-৩৮ জাতের বাংলায় জনপ্রিয় নাম হিসেবে অঘ্রানী নির্বাচন করে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের আগামী সভায় পেশ করার সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় - ৮ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বি আর-২০ ও বি আর-২১ জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বি আর-২০ এবং বি আর-২১ জাতের দু'টি ধানের বাংলায় নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে নিজামী ও নিয়ামত। এ দু'টি জাতই আউশ মৌসুমে সরাসরি বপনের জন্য উপযোগী। এ জাতটির অনুমোদন প্রসংগে সভাপতি কর্তৃক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব এম এ কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ডঃ এম এইচ মন্ডল, মহা পরিচালক, বিএআরআই, জনাব মোঃ আবুল হাসেম, সদস্য-পরিচালক (ফিল্ড), বিএডিসি, ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এবং সভাপতি। এ দু'টি জাতের মূল্যায়নটি দায়সাড়া ধরণের হয়েছে। শুধুমাত্র জয়দেবপুর অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ প্রসংগে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া জানান যে, বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে এ দু'টি জাতের ট্রায়েল করা হয়েছিল এবং যে সকল অঞ্চলে ট্রায়েল ব্যবস্থা করা হয়েছিল সবকয়টি অঞ্চলেই মাঠ মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন দলের দলনেতাকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তবে মূল্যায়ন দল কর্তৃক শুধুমাত্র জয়দেবপুর অঞ্চলের মুল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন করা হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ যে সকল অঞ্চলে বি আর-২০ ও বি আর-২১ জাতের ট্রায়াল হয়েছিল শুধুমাত্র সে সকল অঞ্চলে চাষাবাদের সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় জাতটির অনুমোদনের জন্য পেশ করার অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ৯ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের উদ্ভাবিত জাতসমূহের সাময়িক অনুমোদন প্রসংগে।

জাতীয় বীজ বোর্ড গঠনের পর বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে কয়েকটি ফসলের কিছু সংখ্যক জাতকে সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। তবে সাময়িকভাবে অনুমোদিত জাতগুলোকে পরবর্তী সময়ে মাঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি নির্ধারিত থাকা

সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদগণ এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ফলে এ বিষয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, এ প্রসংগে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব এম.এ কুদ্দুস, পরিচালক বীজ অনুমোদন সংস্থা জনাব এম.এ হাশেম, সদস্য-পরিচালক, বিএডিসি; ডঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক (গবেষণা), বিজেআরআই, ডঃ এম.এইচ মন্ডল, মহা-পরিচালক, বিএআরআই এবং সভাপতি। ডঃ মোশারফ হোসেন সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের কয়েকটি পাটের জাতকে সাময়িকভাবে অনুমোদনের পক্ষে মতামত ব্যাক্ত করেন। অবশেষে বিস্তারিত আলোচনা এবং পর্যালোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমানে সাময়িকভাবে অনুমোদিত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সবুজ পাট বা সিভিএল-১, আশু পাট বা সিভিই-৩, জো-পাট বা সিসি-৪৫ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভাবিত ধান জাত ভরসা বা বিএইউ-৬৩ জাতগুলো পুনরায় মাঠ মূল্যায়ন করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বোর্ডে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন ফসলের জাতকে সাময়িকভাবে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হবে না।

আলোচ্য বিষয় - ১০ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর গভীর পানির ধান প্রকল্পের চাষীদের উৎপাদিত বীজ প্রত্যায়ন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর গভীর পানির ধান প্রকল্পের চাষীদের বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদন এবং প্রত্যয়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর অনুরোধক্রমে এবং গভীর পানির ধান প্রকল্প কর্তৃক সুপারিশকৃত ধানের মাঠ ও বীজ মানের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব এম, এ, কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, জনাব তারা চাদ, জনাব এম, এ হাশেম, ডঃ এম, এইচ, মন্ডল এবং সভাপতি সভায় আলোচিত হয় যে, যেহেতু জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বীজ মান রয়েছে, সুতরাং নতুন ভাবে শিথিলযোগ্য বীজ মান নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এখানে যেহেতু বেসরকারী পর্যায়ে বীজ প্রত্যয়নের কোন সুযোগ সৃষ্টিই হয়নি, তাই আপততঃ এ ধরনের কর্মসূচি থেকে বিরত থাকা ভাল। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক তাদের প্রকল্পভুক্ত এলাকায় চাষীদের বীজের মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারীভাবে তাদের নির্ধারিত মান অনুযায়ী বীজ উৎপাদনের পরামর্শ প্রদান করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর গভীর পানির ধান প্রকল্পে বীজ বিশুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী বীজ উৎপাদনের জন্য চাষীদের উৎসাহিত করা যাবে। তবে বিষয়টি হবে সম্পূর্ণ বেসরকারী। জাতীয় বীজ বোর্ডের সংগে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

অতিরিক্ত আলোচ্য বিষয়-১ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোলার নবীন জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোলা জাত নবীন এর অনুমোদন প্রসংগে সভাপতি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে আলোকপাত করতে আহবান জানালে ডঃ আবদুল হামিদ এ জাতটির গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, এ জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক পূর্বে অনুমোদিত হাইপ্রোছোলা থেকে উত্তম। ফলে সকল সদস্য সন্তুষ্ট হয়ে এ জাতটির অনুমোদনের পক্ষে মতামত ব্যাক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ছোলা জাত "নবীন" এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

অতিরিক্ত আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগ-২ (৭৭০৩) জাত এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ডাল জাত মুগ-২ এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ আবদুল হামিদ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, জনাব এম, এ, কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এবং সভাপতি। জাতটির নাম মুগ-২ এর পরিবর্তে বাংলায় নামকরণের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ফসল উৎপাদনের প্রধান অসুবিধাগুলির বিষয়ে ছকপত্রে আলোকপাতের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে অনুরোধ জানানো হয়। অবশেষে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের জন্য মুগ-২ জাতটিকে সুপারিশ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করার পূর্বে এ জাতের একটি জনপ্রিয় বাংলা নাম নির্বাচন করতে হবে এবং আবেদন পত্রে অন্যান্য বিষয়ের সংগে এ জাতের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো উল্লেখ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ ঃ গমের Black Point রোগের বীজ মান অনুমোদন।

গমের Black Point রোগের বীজ মান নির্ণয় বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ সুফি মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, মহা-পরিচালক, বিএআরআই, জনাব আবুল হাশেম, সদস্য-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং সভাপতি। সভায় গমের Black Point রোগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডঃ সুফি মহিউদ্দিন আহমেদ

সভাকে জানান যে, Black Point রোগ কোন বীজ বাহিত রোগ নয়, তাছাড়া এ রোগের মাধ্যমে বীজের মানের কোন অবক্ষয় হয় না। শুধুমাত্র বীজের গায়ে কিছু কালো দাগ দেখা যায়। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ Black Point রোগের ফলে যেহেতু বীজের মান নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই, ফলে বীজ মান নির্ণয়ের আপাততঃ প্রয়োজন আছে বলে সভা মনে করে না, তবে এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন বোধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

সভাশেষে উপস্থিত সকল সদস্য, বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য, পর্যবেক্ষক ও সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষর
(মোঃ আব্দুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা

স্বাক্ষর
(ডঃ এম মতলুবুর রহমান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

পরিশিষ্ট "ক"

২১-১০-৮৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৫তম সভায় উপস্থিত সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানীদের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	জনাব এ.কে. এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক (সরেজমিন),কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ
২।	জনাব মধুসুদন সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ
৩।	জনাব এম.এ. খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ), বিএআরআই, গাজীপুর
৪।	জনাব ছোলেমান খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (তৈল বীজ), বিএআরআই, গাজীপুর
৫।	ডঃ আব্দুল হামিদ, প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন, বিএআরআই, গাজীপুর
৬।	জনাব আশুতোষ সরকার, এস.এস ও (উদ্ভিদ প্রজনন), বিএআরআই, গাজীপুর
৭।	জনাব নরেন্দ্র কুমার সাহা, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গম), বিএআরআই, গাজীপুর
৮।	ডঃ ল্যাড ডি, ব্যাটলার, প্রকল্প পরিচালক (সিডা), বিএআরআই, গাজীপুর
৯।	জনাব মোঃ আবু সুফিয়ান, এস.এস ও (গম), বিএআরআই, গাজীপুর
১০।	ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর
১১।	জনাব তারা চাঁদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিআরআরআই, গাজীপুর
১২।	ডঃ এম.এ.কিউ শেখ, সিএসও, বিনা
১৩।	ডঃ এ.জে. মিয়া, সিএসও, বিনা
১৪।	জনাব চন্দ্র শেখর সাহা, পিএসও, বিনা
১৫।	জনাব মোঃ আবুল মনসুর, পিএসও, বিনা
১৬।	জনাব এম.এ. আযম, বৈঃ কর্মকর্তা, বিনা
১৭।	জনাব এল.হাকিম, বৈঃ কর্মকর্তা, বিনা
১৮।	ডঃ মোশাররফ হোসেন, পরিচালক, (কৃষি গবেষণা), পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট
১৯।	ডঃ এম.এ. কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা
২০।	জনাব এ.জি.খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ অনুমোদন সংস্থা

২৮-১০-৮৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৫তম সভায় (মূলতবী) উপস্থিত সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/ বিজ্ঞানীদের তালিকা।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাদের নাম পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	ডঃ মুহাম্মদ হোসেন মন্ডল, মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২।	ডঃ সুফি মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (গম), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩।	জনাব ডঃ আবদুল হামিদ, প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪।	জনাব মোঃ আবদুল খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫।	জনাব মোঃ ছোলেমান খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৬।	জনাব নরেন্দ্র কুমার সাহা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৭।	জনাব মোঃ আবিদ হোসেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৮।	ডঃ নূর মহাম্মদ মিয়া, প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৯।	জনাব তারাচাঁদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
১০।	ডঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক (কৃষি গবেষণা), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
১১।	ডঃ সেখ সরফুদ্দিন, এসএসও, বি জে আর আই
১২।	জনাব আবদুল মোতালিব, এসএসও, বি জে আর আই
১৩।	জনাব সফি ইকবাল, এসএসও, বি জে আর আই
১৪।	জনাব এ.কে.এম. আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।
১৫।	জনাব এ.এইচ.এম. মতিয়ার রহমান, কৃষি পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।
১৬।	জনাব মধুসুদন সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।
১৭।	জনাব আবুল হাসেম, সদস্য-পরিচালক (সঃ জঃ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
১৮।	জনাব এম.এ. কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা।
১৯।	জনাব এ.জি. খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা।